[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] tgwo tu 21242 [redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ’। প্রফেসর মান্নানের ওই আহবান দেখেছেন ৩১ হাজার জন, ১০১ জন শেয়ার, সাড়ে তিন হাজারের বেশি লাইকসহ শুভকামনা জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

ফেসবুকে প্রফেসর মান্নানের ওই আহবানে এক সমর্থক মন্তব্য লিখেছেন-পিছু ফিরে তাকানোর দিন শেষ। এবার সমৃদ্ধির পথ ধরে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা। আসুন আপনি, আমি এবং আমরা সবাই মিলে ট্রাক মার্কায় ভোট দিয়ে গড়ে তুলি সমৃদ্ধিশালী মেহেরপুর।

মেহেরপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী মান্নানের বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ ইসির

আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলার নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) রাতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উপসচিব (আইন) মো. আব্দুছ সালাম স্বাক্ষরিত এই সংক্রান্ত নির্দেশনা মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার দোলন কান্তি চক্রবর্তী বলেন, ‘আজ শুক্রবার ৫ জানুয়ারি আমি চিঠিটি হাতে পেয়েছি। পাবলিক প্রসিডিউটরের সাথে আলোচনা করে মামলার সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ‘

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান ইসির নির্দেশনার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনের চিঠিতে উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে সংশ্লিষ্ট জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দেওয়া রিপোর্টার ভিত্তিতে ইসি এই সিদ্ধান্ত

জানিয়েছে। তবে বিষয়টি তাৎক্ষণিক আমলযোগ্য নয়। নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে মামলা দায়ের করা হবে।’

গাংনীতে নৌকা ও ট্রাক-প্রতীকের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা

মেহেরপুর ২ আসন গাংনী উপজেলা শহরে প্রচারণা নিয়ে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে দু পক্ষের মধ্যে। নির্বাচনী আচরণবিধিমালা লংঘণ করে নৌকার প্রচার করায় প্রতিবাদ জানায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের কর্মী সমর্থকরা। এই নিয়ে দু পক্ষের মুখোমুখি অবস্থান নিলে সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা যায়। উভয়পক্ষের মধ্যে বাক বিতন্ডতা ও মার মুখী অবস্থানের কারণে সেখানে জড়ো হতে থাকে ও দুই গ্রুপের নেতাকর্মীরা। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

গাংনী উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির অভিযোগ, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম তার মাইক্রোবাসে নৌকা প্রতীকের ফেস্টুন নিয়ে প্রচারণা করছিলেন। প্রচার প্রচারণা বন্ধের সময় পেরিয়ে গেছে তাই বাধা দেওয়া হয়। এতে সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম আমাদের উপর আক্রমণ করে।

এদিকে সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানিয়েছেন, তিনি একটি জানাজা নামাজে অংশ নিতে গিয়েছিলেন। গাড়িতে যে ফেস্টুন বাধা ছিল তা স্মরণ ছিল না। শ্রমিকলীগ নেতা মনিসহ অন্যরা এসে বাধা দেয়। আমি বলেছি যে সরকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা এসে যা করার করবেন তোমরা বাধা দেয়ার কারা। এরে তারা আমার উপরে আক্রমণ করে।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, দুপক্ষকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণ। যেকোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুর-১ আসনে অনিশ্চয়তায় নৌকা

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন ৭৩ মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত। আাগমী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন। বাকি মাত্র এক দিন। আজ সকাল ৮টায় শেষ হয়েছে প্রচারণা।

গতকাল শক্তিশালী দুই প্রার্থীই শেষ শোডাউনের মধ্যে দিয়ে জানান দিয়েছে লড়াইয়ের বার্তা। এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৩৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৪৯ হাজার ৫৫৬ জন এবং নারী ভোটার ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৮১ জন। ভোট কেন্দ্রের মোট সংখ্যা ১১৭ টি। এই আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে মূলত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মধ্যে। নির্বাচনী প্রচারণার খবর সংগ্রহের মাঝে ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক জনমত জরিপে স্থানীয় ভোটার, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে কথা বলে জানতে পারা গেছে এই আসনে কেন্দ্র ভিত্তিক অনুমিত ফলাফলে কোথাও নৌকা প্রতীক, কোথাও বা ট্রাক প্রতীক এগিয়ে। আবার কিছু জায়গা আছে যেখানে নৌকা ও ট্রাকের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

তবে এই আসনে প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা একে অপরের প্রতি ক্রমাগত বিষোদগার ও চরিত্রহন করেছেন। এতে ভোটের দিন কয়েক জায়গায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে ভোটারদের মধ্যে। মেহেরপুর পৌর এলাকায় মোট ১৩ টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে জনমত জরিপে নৌকা প্রতীকের ৩ টি ভোট কেন্দ্রে এগিয়ে থাকার বিপরীতে ট্রাক প্রতীক এগিয়ে রয়েছে ৮ টি ভোট কেন্দ্রে। হাড্ডা হাড্ডি লড়াই এর আভাস পাওয়া গেছে ২ টি কেন্দ্রে ।

একইভাবে কুতুবপুর ইউনিয়নের ১৪ টি ভোটকেন্দ্রে দেখা গেছে নৌকা প্রতীক এগিয়ে রয়েছে ৩ টি ভোটকেন্দ্রে অপরদিকে ট্রাক প্রতীক এগিয়ে ৫ টি ভোটকেন্দ্রে তবে হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

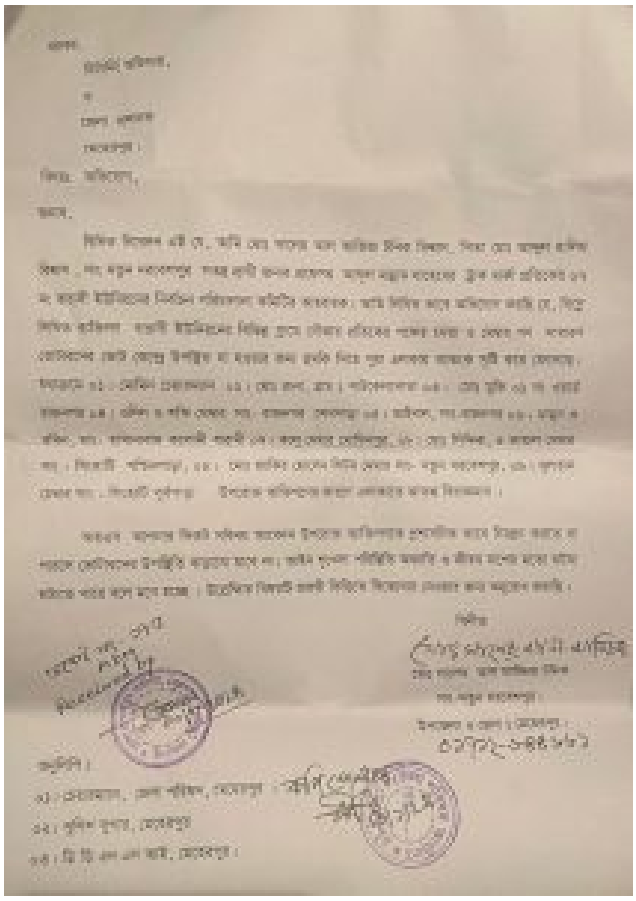
মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের ১১৭ টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে মোট ২০ টি কেন্দ্রকে আমরা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছি। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান মমিনসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম মসিনসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে সাধারণ ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত না হওয়ার জন্য হুমকি প্রদান করে আতংক সৃষ্টি করার অভিযোগ করেছেন মোঃ সালেহ আল আজিজ টনিক বিশ্বাস।

বিষয়টি নিয়ে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রশাসক জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে অভিযোগ করেছেন।

গত ৩ জানুয়ারি বুধবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ পত্রটি দাখিল করেন। অভিযোগ পত্রটি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্রহণ করেছেন। যার ডকেট



নম্বর ১৭৫, তারিখ ৩ জানুয়ারি।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি সতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আবদুল মান্নানের (ট্রাক প্রতীকের) ০৭ নম্বর বারাদী ইউনিয়নের নির্বাচন পরিচালানা কমিটির আহবায়ক। ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে নৌকার প্রতীকের পক্ষের নেতা ও মেম্বার গণ সাধারণ ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত না হওয়ার জন্য হুমকি দিয়ে পুরা এলাকায় আতংক সৃষ্টি করে ফেলেছে।

লিখিত অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত করেছেন, মোমিন চেয়ারম্যান সহ পাটকেলপোতা গ্রামের মোঃ রানা, রাজনগর ১ নম্বর ওয়ার্ডের মোঃ মুক্তি, রাজনগর শেখপাড়ার ওলিল ও শফি মেম্বার, আইনাল, হাসানাবাদ কলোনীর মামুন ও রবিন, মোমিনপুরের কালু মেম্বার, সিংহাটি পশ্চিমপাড়ার মোঃ সিদ্দিক ও কামাল, নতুন দরবেশপুরের মোঃ জাকির হোসেন লিটন মেম্বার এবং সিংহাটি পূর্বপাড়ার সুলতান মেম্বরকে। লিখিত অভিযোগে তিনি অনুরোধ করেন ভোট কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

টনিক বিশ্বাস অভিযোগ করে বলেন, অভিযোগ দাখিল ২৪ ঘন্টা পার হয়ে গেলেও তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তিনি নিজেই অভিযোগের অনুলিপি জেলা পরিষদ, পুলিশ

সুপারের কার্যালয় ও গোয়েন্দা সংস্থায় দিয়ে এসেছেন।

কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যানের মোটরসাইকেল শোডাউন

কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা শত শত মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রার্থী নাজমুল হক সাগরের জনসভায় যোগদান করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩ টার সময় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার নেতৃত্বে ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত মোটরসাইকেল কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের মাঠে একত্রিত করে গাংনীর উদ্যেশে রওনা দিয়েছেন।

দেখা গেছে গাংনী জনসভায় রওনা হওয়ার সময় মটর সাইকেল শোডানে দফায় দফায় ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শোডাউনে যুক্ত হয়েছে।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান জন নেত্রী শেখ হাসিনার হাত কে শক্তি শালী করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর কে কাথুলী ইউনিয়ন থেকে নৌকা মার্কায় বিপুল পরিমানে ভোট দিয়ে বিজয় করিয়ে মেহেরপুর-২ গাংনী আসনটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার দিব।

সেই লক্ষ্যে আজকে এ এস এম নাজমুল হক সাগরের জনসভায় হাজার হাজার গাড়ি নিয়ে যোগ দিতে এখানে একত্রিত হয়েছি।এবং আজকে প্রমান করে দিব কাথুলী ইউনিয়নের মাটি শেখ হাসিনার ঘাটি, কাথুলী ইউনিয়নের মাটি আওয়ামী লীগের ঘাটি।

কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান রেজা জানান কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের বার বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আমার রাজনৈতিক অবিভাবক মিজানুর রহমান রানার নেতৃত্বে আজকে গাংনীর জনসভা কে সাফল্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে এখান থেকে রওনা দিব। ৭ তারিখ

ইনশাআল্লাহ বিপুল ভোটে নৌকাকে বিজয় করবো।

মোটরসাইকেল শোডাউনে যোগ দিয়েছেন কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ও কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের নেতাবর্গ, ছাত্রলীগের নেতা বর্গ যুবলীগের নেতা বর্গ সহ অন্যান্য আওয়ামী লীগের নেতাবর্গ মটর সাইকেল শোডাউনে যোগদান করেছিলেন।

মেহেরপুর ১ আসনে নৌকা প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী মিছিল

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নির্বাচনী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ৪ জানুয়ারি রাতে শহরের শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে থেকে মিছিলটি বের হয়ে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও নৗকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষায়ক সম্পাদক অ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহজামান, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ, মেহেরপুর জেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্সের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী, আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং ছাত্রলীগসহ

বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী ও নারী কর্মীরা এই মিছিলে অংশ নেয়।

মেহেরপুর-১ আসনে নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে ৪ জনকে শোকজ

নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ৪ জনকে শোকজ করেছে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

আজ বৃহস্পতিবার ৪ জানুয়ারি বিকাল ৫ টার সময় মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ-২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন এ সকল শোকজ করেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আবদুল মান্নান, তার নির্বাচনী সহযোগী অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী এবং মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানকে পৃথক শোকজ করা হয়েছে। একই সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হুমকি প্রদানের ভিডিও দেখে নৌকার প্রাথী ফরহাদ হোসেনের ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসকে স্বপ্রণোদিত শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

স্বপ্রণোদিত শোকজে বাবলু বিশ্বাসকে বলা হয়েছে, ‘৩ জানুয়ারি তারিখের দৈনিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত সংবাদের মাধ্যমে অবগত হয়েছি যে, আপনি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, চেয়ারম্যান, পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদ ও সহ সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মেহেরপুর জেলা শাখা, বিগত ১ জানুয়ার রাত অনুমান ৯ টায় পিরোজপুর ইউনিয়নের একটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য প্রদানের সময় বলেছেন যে, পিরোজপুরের ৪ টি

সেন্টারে আমি যেন দেখতে না পাই কোন এজেন্ট আছে ঐ চাপা দেওয়া (ট্রাক) প্রতীকের। তারা কিসের ভয় দেখায় আমি তো বুঝতে পারিনা। আমার চেয়ে মাস্তান বেশি আছে কেও? আমার চেয়ে যন্ত্রপাতি কারো বেশি আছে? আমার চেয়ে কি টাকা তাদের বেশি আছে? তাহলে কিসের ভয় দেখায়। যারা আমার কাছে কাজ করে খেতো কদিন আগে, তারা ভয় দেখায় কিসের। জমি ৩ বিঘা জমি কেড়ে নেবো।” আপনার উক্ত বক্তব্য সংসদ নির্বাচন প্রার্থীর (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ১১ (ক) ও ১১ (ঙ) লঙ্ঘন।’ আগামী শনিবার ৬ জানুয়ারি সশরীরে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে শোকজের উত্তর দেয়ার জন্য আপনাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

অপরদিকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ভগ্নিপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের তিনটি লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনজনকে শোকজ করা হয়েছে।

অভিযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আবদুল মান্নান সম্পর্কে বলা হয়েছে ২ জানুয়ারি পিরোজপুর ইউনিয়নের কাঁঠালপোতায় এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেছেন, ‘দুর্গা ডোবার আগে এসে হাত মেলাও।’ এ কথাটি বলে তিনি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এনেছেন।

অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী সম্পর্কে অভিযোগে বলা হয়েছে, একই দিনে নির্বাচনী জনসভায় কাঁঠালপোতায় তিনি বলেছেন ভোটের পরের দিন সবকিছু দখল করে নেওয়া হবে এবং চাবি কেড়ে নেওয়া হবে।

আর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের বিরুদ্ধে অভিযোগে বাবলু বিশ্বাস বলেছেন, শহিদুল ইসলাম পেরেশান ২ জানুয়ারী কাঁঠালপোতার জনসভায় ফরহাদ হোসেনকে ক্যাসিনো ও টেন্ডারের নিয়ন্ত্রক, হাজার কোটি টাকা পাচারকারী এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর সহধর্মিনী সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে মেহেরপুরের ক্যাসিনো রানী বলেছেন।

প্রফেসর আব্দুল মান্নান, এ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী এবং শহিদুল ইসলাম পেরেশানকে আগামী ৬ জানুয়ারি শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে স্বশরিরে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শোকজের উত্তর দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে ট্রাক প্রতীকের জনসমুদ্র

মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আবদুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর কোর্ট মোড়ে থেকে র্যালিটি বের হয়ে মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয় এবং পরে সেখানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

র্যালি উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আবদুল মান্নান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান (ছোট), বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোখলেসুর রহমান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আ খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী,সদর থানা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজেদুর রহমান সাজু, মেহেরপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, মেহেরপুর পৌর যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুজ্জামান সুইট, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক

সভাপতি মফিজুর রহমান মফিজ, মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি রেজাউল ইসলাম রেজা, মেহেরপুর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোস্তাক আহমেদ সহ আওয়ামী লীগ, মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, মেহেরপুর মহিলা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি রেহেনা মান্নান, সপুরা খাতুন সহ মহিলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটি টাকা বরাদ্দের কাজ, শুরুতেই অনিয়ম

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় থেকে নতুন বাস টার্মিনাল পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে প্রায় কোটি টাকা বরাদ্দে এইচবিবি নির্মাণের শুরুতেই নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের এই কাজের প্রকল্পই গ্রহণ করা হয়েছে লুটপাটের জন্য এ অভিযোগ স্থানীয়দের। মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী সাব্বির ও ঠিকাদার আব্দুস সালাম বাঁধণের যোগসাজশে অনিয়ম করে এ প্রকল্প শেষ করার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় থেকে চুয়াডাঙ্গা সড়কে দুই পাশে এক হাজার ৯৫০ মিটার এইচবিবি করণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ঠিকাদারের দায়িত্ব পেয়েছেন মের্সাস আমিনুলহক এন্টার প্রাইজ। তবে কাজটি করছেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন। প্রকল্পে ১২ লাখ ১২ হাজার ৯৭৫ টাকা মাটি, ১২ লাখ ৪ হাজার ৩৬৫ টাকা বালি এবং এক নম্বর ইট বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৩ লাখ ৫২ হাজার ১৬৮ টাকা। সবমিলিয়ে ৯৭ লাখ ৬৯ হাজার ৩৬৫ টাকা।

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে দেখা গেছে, সড়কে ডান পাশের ৯৫০ মিটার এইববিবি করণের কাজ প্রায় শেষের পথে। গড়ে ৮ফুট চওড়া হওয়ার কথা থাকলে পুরো প্রকল্পের অধিকাংশ স্থানে ৪ থেকে ৬ ফুট চওড়া পাওয়া

গেছে। ১২ লাখ টাকার মাটি ধরা হলেও সড়কের ডান পাশের কাজ প্রায় শেষ হলেও সেখানে এক টাকারও মাটি দেওয়া হয়নি। রোলিং করে ভালো ভাবে সাব গ্রেড করা হয়নি। এমনকি চাহিদামত পানি দিয়ে কিউরিংও করা হয়নি, ফলে যেটুক কাজ হয়েছে অধিকাংশ স্থান দেবে গিয়েছে। দরপত্রে এক নম্বর ইট ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও নিম্মমানের ইট ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৬ ইঞ্চি গভির করে খনন করে ৬ ইঞ্চি বালি দিয়ে ভরাট করার কথা দরপত্রে থাকলেও অধিকাংশ স্থানে কম গভির করে খনন করা হয়েছে।

সড়কে কর্মরত নির্মাণ শ্রমিক মিলন মিয়া জানান, “এখানে মাটি কেটে যা পাওয়া গেছে সেই মাটি দিয়েই পুরণ করা হয়েছে। নতুন করে কোন মাটি দেওয়া হয়নি”।

মেহেরপুর পশু হাটের মাংস ব্যবসায়ী রতন আলী বলেন, রাস্তার কাজ একেবারেই ভালো হয়নি। আগের রাস্তায় ভালো ছিল । এখন যে রাস্তা হয়েছে সেটা দুদিনে নষ্ট হয়ে যাবে।

অপর এক মাংস ব্যবসায়ী লালন বলেন, “এখানে মাত্র একদিনের রাস্তার কাজ শেষ করেছে ঠিকাদার। ইট বিছানোর পর কিউরিং করা হয়নি। মাত্র এক ট্রাক বালি এনে সমস্ত রাস্তায় ছিটানো হয়েছে। আপনারা গরু হাটের সামনে গেলে দেখতে পাবেন রাস্তায় বিছানো সকল ইট দেবে গেছে”।

এছাড়াও স্থানীয় ফার্নিচার ব্যবসায়ী হৃদয়, জাহিদ ও কাজিম প্রতিবেদকের কাছে এসে রাস্তার কাজ নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট রাসেল হোসেন বলেন, “আমার বাড়ি এই রাস্তার পাশেই। কাজ চলার সময় আমি কয়েকবার বাঁধা দিয়েছি, সঠিক ভাবে কাজ করার জন্য। এখন পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে কেউ প্রতিবাদ করতে চায় না। সবাই ভাবে সরকারি টাকা যা হচ্ছে হোক। এই রাস্তা কোন জায়গায় আট ফিট, কোন জায়গায় ছয় ফিট আবার কোথাও বা তিন ফিট খোড়া হয়েছে। রাস্তার কাজ শেষ হওয়ার আগেই রাস্তা দেবে গেছে। সরকার উন্নয়নের জন্য টাকা দিচ্ছে কিন্তু এভাবেই অপচয় করা হচ্ছে”।

তবে ঠিকাদার আব্দুস সালাম বাঁধনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। এসএমএস দেওয়া হলে তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, “আমার কাজ এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি, যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে সেই দায় আমার, আমি কাজটি সিডিউল মোতাবেক

সম্পূর্ণ করে বিল সাবমিট করব”।

প্রকল্পটির দায়িত্ব রয়েছেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাব্বির হোসেন। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, “কাজ এখনো শেষ হয়নি। সিডিউল মোতাবেক কাজ দেখে নেওয়া হচ্ছে। যেখানে দেবে যাচ্ছে সেখানে পুণরায় ঠিক করিয়ে নেওয়া হবে”।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান বলেন, “কাজ চলমান রয়েছে। কাজ বুঝে নেওয়ার আগে সিড্িউল অনুযায়ী কাজ বুঝে নেওয়া হবে। মাটির বিষয়ে তিনি বলেন, মাটি না দিলে ঠিকাদারকে মাটির বিল দেওয়া হবে না”।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ কুষ্টিয়া সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিকাশ চন্দ্র দাস বলেন, “অনিয়ম করার কোন সুযোগ নেই। আমি বিষয়টি দেখবো”।